জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে বিভাগ সেরা সদর ইউএনও খায়রুল ইসলাম

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রাখায় ২০২৫ সালের জুন মাসে মেহেরপুর সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলাম খুলনা বিভাগে সেরা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন।

নড়াউল জেলার কালিয়া ইউএনও রাশেদুজ্জামান ২য় এবং মাগুরা জেলার মহাম্মদপুর ইউএনও শাহিনুর আক্তার ৩য় স্থান অর্জন করেন। খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম মনিটরিং সেল এ স্বীকৃতি প্রদান করে। একই কার্যক্রমে গাংনী ইউএনও আনোয়ার হোসেন চতুর্থ এবং মুজিবনগরের ইউএনও পলাশ মন্ডল অষ্টম স্থান অর্জন করেন।

মেহেরপুরে যোগদানের পর থেকে মোঃ খায়রুল ইসলাম বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, মাদক নিয়ন্ত্রণ ও সরকারি খাসজমি উদ্ধারে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে চলেছেন। ২০২৪ সালে এসএসসি পরীক্ষার আগে শিক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে উদ্বুদ্ধ করায় এলাকায় প্রশংসিত হন।

চলতি বছরের ২ জানুয়ারি মোঃ খায়রুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সদরে দায়িত্ব গ্রহণের আগে তিনি মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার বাসিন্দা এবং ৩৫তম বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা। ২০১৭ সালে দিনাজপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সহকারী কমিশনার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর টাঙ্গাইলে এনডিসি, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং মুজিবনগরে ইউএনও হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই কন্যা সন্তানের জনক। তাঁর স্ত্রী মাহামুদা পারভীন মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

৪৪তম বিসিএসে মেহেরপুর থেকে ৫ জন সুপারিশপ্রাপ্ত

৪৪তম বিসিএস পরীক্ষায় মেহেরপুর জেলা থেকে এবার ৫ জন মেধাবী প্রার্থী বিভিন্ন ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন।
তাঁদের মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলার একজন এবং গাংনী উপজেলার চারজন রয়েছেন।

সুপারিশপ্রাপ্তরা হলেন প্রশাসন ক্যাডারে গাংনী পৌর এলাকার আমানুল আশরাফ আশিস (বুয়েট)। পুলিশ ক্যাডারে গাংনীর রামনগর গ্রামের রাকিবুল ইসলাম রবিন (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)। শিক্ষা ক্যাডারে (সমাজবিজ্ঞান) গাংনীর মজিবুল ইসলাম (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।
শিক্ষা ক্যাডারে (বাংলা) মেহেরপুর সদর উপজেলার মো: তারিক আজিজ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)। কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারে (ইলেকট্রিক্যাল) গাংনীর আব্দুল্লাহ আল তাহসীন দীপ্ত (রুয়েট)।

এই কৃতীদের প্রতি মেহেরপুর জেলার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। তাঁদের এই অর্জনে পরিবার, শিক্ষক এবং জেলার শিক্ষাঙ্গনে আনন্দের আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে।

অ্যাড. সাকিল আহমাদের সহকারি অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ লাভ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কৃতিসন্তান অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর (সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল) হিসেবে

নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন।

সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ, সলিসিটর অনুবিভাগের জিপি ও পিপি শাখা থেকে গত ৭ জুলাই সোমবার সানা মো. মাহরুফ হুসাইন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

সাকিল আহমাদ গাংনী উপজেলার বড়বামন্দী গ্রামের রুহুল আমীনের একমাত্র ছেলে।

তিনি জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়ক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। সাকিল আহমাদ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হিসেবে কর্মরত।

সম্প্রতি তিনি গাংনী পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

এদিকে, অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর (সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল) হিসেবে নিয়োগ পাওয়ায় গাংনীর বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

গাংনীতে জুলাই যোদ্ধাদের স্বরণে মোমবাতি প্রজ্বলন ও আলোকচিত্রী প্রদর্শন

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শাহাদৎ বরণকারী সকল দেশ প্রেমিকদের আত্মার মাগফেরাত কামনা, পঙ্গু ও আহতদের সুস্থতা কামনায় দোয়ার মাহফিল ও মোমবাতি প্রজ্বলন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি দল বিএনপি’র গাংনী উপজেলা ও পৌর শাখার উদ্যোগে গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

প্রধান বক্তা ছিলেন, মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহ্বায়কয়ক মাহাবুবুর রহমান মাহবুব। জাতীয়তাবাদি সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন জাসাসের গাংনী উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভীর সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইন।

এসময় জুলাই আগষ্টের নিহতদের স্বরণে আলোকচিত্রী উপস্থাপন করা হয়।

গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ও বিএনপি নেতা ইনসারুল হক আর নেই

মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য, গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ইনসারুল হক ইন্সু (৪৮) ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

রবিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে (সোমবার ভোরে) রাজধানীর পান্থপথে অবস্থিত বিআরবি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং অসংখ্য রাজনৈতিক সহকর্মী রেখে গেছেন।

ইনসারুল হক ইন্সু গাংনী পৌর শহরের বিশ্বাসপাড়া এলাকার প্রয়াত আব্দুল করিম মালিথার ছেলে।

জেলা যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দাল হক জানান, দীর্ঘদিন ধরে ইনসারুল হক ইন্সু খাদ্যনালীর জটিলতায় ভুগছিলেন। তার খাদ্যনালী শুকিয়ে গিয়েছিল, যার ফলে তিনি কিছুই খেতে পারতেন না। অবস্থা

সংকটাপন্ন হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে তিনি ঢাকার বিআরবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। প্রেসার ক্রমাগত নিম্ন থাকায় অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হচ্ছিল না। হঠাৎ অবস্থার অবনতি হলে তাকে আইসিইউতে নেওয়া হয়, কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি।

তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন, জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন, আহ্বায়ক কমিটির সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

ইনসারুল হক ইন্সুর ভাই, বিএনপি নেতা ইনামুল হক জানান, আজ সোমবার বিকেল ৩টায় গাংনী হাইস্কুল মাঠে তার জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। জানাজা শেষে গাংনী কেন্দ্রীয় কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে।

জমির দখল নিতে প্রকৃত মালিকের বিরুদ্ধে ধইঞ্চা কাটার নাটক

৪০ বছরের ভোগ দখল করা জমি হঠাৎ অবৈধ দখল নিতে প্রকৃত মালিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা নাটক সাজিয়ে একটি চক্র। ধইঞ্চা কাটার অভিযোগা ও মিথ্যা মামলা দিয়ে জমি দখলের অপচেষ্টা চালাচ্ছে ওই চক্রটি।

তারা সাংবাদিক সম্মেলন করে জমির মালিককে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালিয়েছে। ঘটনাটি গাংনী উপজেলার নলগাড়ি মাঠে ঘটেছে।

এনিয়ে গতকাল শনিবার দুপুরে জমির উপর সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন জমির মালিক হেলাল উদ্দীন মাস্টার। এসময় তেরাইল, জোড়পুকুরিয়া ও দুলর্ভপুর গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে জমির মালিক হেলাল উদ্দীন বলেন, ১০১৫ দাগে আমার

দাদার নামে ক্রয়সূত্রে ৫৫ শতক জমি রয়েছে। আমার দাদা জোড়পুকুরিয়া গ্রামের আহমেদ আলী, আবুল হোসেন, ইসমাইল হোসেন ও তাদের উত্তরসরিদের কাছ থেকে কেনেন। দীর্ঘ ৪০ বছর এই জমি আমরা ভোগ দখল করে আসছি। অথচ, পট পরিবর্তনের সাথে সাথে একটি দু:স্কৃতিকারীর দাবী করছে এই জমি তাদের।

প্রায় ৪০ বছর যাবৎ আমার দাদার ওয়ারিশ আমার বাবা ও চাচারা ভোগ দখল করে আসছেন। প্রতি বছরের ন্যায় এবছর ওই জমিতে সবুজ সার তৈরী করতে আমরা ধইঞ্চা বুনেছিলাম। কয়েকদিন আগে সেটা কেটে জমিতেই পচান দিয়েছি। আমরা কিছুদিনের মধ্যেই ধান লাগাবো। এর মধ্যে জোড়পুকুরিয়া গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে জিয়াউল হক, সেন্টু, জাহাঙ্গীর ও লাল্টু বলছে এই জমি আমাদের।

অথচ, বিগত ৪০ বছরের মধ্যে কোনোদিন তারা বলেনি এই জমি তাদের। আমরা এই জমিতে ধইঞ্চা বুনেছি ধান লাগাবো বলে। অথচ, এখন তারা বলছে ধইঞ্চা তারাই লাগিয়েছে, আমরা রাতের আধারে কেটে দিয়েছি। মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে আমরাই ধইঞ্চা কেটেছি এজন্য আমাদের দৃষ্টান্তমুলক দাবী জানাচ্ছেন। আমার পৈত্রিক জমিতে অবৈধভাবে কয়েকজন সাংবাদিক এনে মিথ্যা তথ্য দিয়ে দুই বিঘা জমির ধইঞ্চা ক্ষেত কর্তনের অভিযোগ তুলেছেন। জমিটি তার দাবি করে দুই বিঘা জমির ধইঞ্চা আমরা কেটে দিয়েছি বলে দাবী করেন। যা মিথ্যা ও সাজানো নাটক। এই মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর জন্য দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবী জানাচ্ছি।

তবে, বেশ কয়েকজন পার্শ্ববতি জমির মালিক বলেন, আমরা ৩৫/৪০ বছর যাবৎ এই জমিটি হেলাল মাস্টার ও তাদের বাপ চাচাদের আবাদ করতে দেখেছি। তবে, তারা বলেন, জিয়াউল, লাল্টুসহ অন্যান্যরা এই জমির পাশের ১০১৩ দাগ ৭ শতক জমি পাবে। অথচ, তারা পুরো ৫৫ শতক জমি দখল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে এবং হেলাল মাস্টারদের বিরুদ্ধে ধইঞ্চা কাটার মিথ্যা নাটক সাজাচ্ছেন।

ভুক্তভোগী কৃষক হেলাল উদ্দীন অভিযোগ করেন, তেরাইল মৌজার আরএস খতিয়ান ১৫৭৫, দাগ নম্বর ১০১৩ দাগভুক্ত ৭ শতক জমি তার দাদা বাদল শেখের নামে রেকর্ডভুক্ত হয়েছে। কিন্তু ধইঞ্চার জমিটি ১০১৫ দাগে আমার বাবা ও চাচার জমি ৫৫ শতক। দীর্ঘদিন ধরে তারা আমরা এই জমি ভোগদখল করে আসছি। জমিটি নিয়ে বর্তমানে আদালতে একটি দেওয়ানি মামলা চলমান রয়েছে।

এবিষয় নিয়ে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বসে শালিস বৈঠক করেছেন। এনিয়ে মামলা রয়েছে।

এ বিষয়ে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, “এখনো পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

গাংনীতে সেনাবাহিনীর অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

গাংনী উপজেলার পোড়াপাড়া-জুগিন্দা সড়কে সেনাবাহিনী ও পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে একটি ওয়ান শুটারগান উদ্ধার করেছে।

আজ শনিবার ভোররাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পোড়াপাড়া-জুগিন্দা সড়কের মাঝখানে একটি ইপিলইপিল বাগানে অভিযান চালিয়ে ওয়ান শুটারগানটি উদ্ধার করা হয়।

২৭ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির মেজর রাব্বি এবং গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল যৌথভাবে এই অভিযান পরিচালনা করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করে জানান, নিয়মিত একটি টহল দল পোড়াপাড়া-জুগিন্দা সড়কে টহল দেওয়ার সময় অজ্ঞাত কিছু লোক সেনাবাহিনীর টিমকে দেখে দৌড়ে পালিয়ে যায়। পরে সেখানে পরিত্যক্ত অবস্থায় দেশীয় তৈরি ওয়ান শুটারগানটি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রটি গাংনী থানায় জমা দেওয়া হয়েছে ।

গাংনীতে আইবিডব্লিউএফ’র ব্যবসায়ী সম্মেলন ও কমিটি গঠন

মেহেরপুরের ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টস বিজনেসম্যান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন (আইবিডব্লিউএফ) এর গাংনী উপজেলা ও পৌর শাখার দ্বিবার্ষিক ব্যবসায়ী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলন শেষে গাংনী উপজেলা ও পৌর শাখার দ্বিবার্ষিক কমিটি গঠন করা হয়।

আজ শনিবার সকালে গাংনী আলেয়া মাদ্রাসা হলরুমে এ সম্মেলন ও কমিটি গঠন অনুষ্ঠিত হয়।

পেশাজীবী সংগঠন আদর্শ শিক্ষক পরিষদের গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি মাওলানা আবুল হাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন আইবিডব্লিউএফ’র যশোর ও কুষ্টিয়া জোনের পরিচালক আব্দুল মতিন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমির ও জামায়াত মনোনীত মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দীন খান, মেহেরপুর-২ আসনের প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের শূরা সদস্য নাজমুল হুদা, পেশাজীবী সংগঠনের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি অধ্যক্ষ আল আমিন ইসলাম বকুল এবং আইবিডব্লিউএফ’র জেলা শাখার সভাপতি খালিদ সাইফুল্লাহ প্রমুখ।

সম্মেলন শেষে ফকির মোহাম্মদকে সভাপতি ও হাসান সাঈদ সরোয়ারকে সাধারণ সম্পাদক করে গাংনী উপজেলা কমিটি এবং মনিরুল ইসলামকে সভাপতি ও আবদুস সালামকে সম্পাদক করে পৌর শাখার আইবিডব্লিউএফ কমিটি গঠন করা হয়।

এ সময় গাংনী উপজেলা ও পৌর এলাকার প্রায় দেড় শতাধিক ব্যবসায়ী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

সাইবার নিরাপত্তায় কাজ করছেন মেহেরপুরের লিয়ন

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর একটি হলো সাইবার নিরাপত্তা। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে যখন দেশ দ্রুত এগিয়ে চলেছে, তখন প্রযুক্তির অপব্যবহারও ভয়াবহ হারে বাড়ছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সাহসিকতার সঙ্গে এগিয়ে এসেছেন মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার তরুণ সাইবার সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট আছিম হোসেন লিয়ন ।

২০১৮ সালের শেষের দিকে সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে কাজ শুরু করেন আছিম। বর্তমানে তিনি গঠন করেছেন একটি বিশেষায়িত সাইবার টিম যার নাম Bangladesh Cyber Defense ও CyberSentinel – IT।

তার এই টিম দেশের বিভিন্ন জেলা, বিশেষ করে নিজ জেলা মেহেরপুর সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আছিমের স্বপ্ন শুধু নিজেকে নিয়ে নয়-তিনি চান, সারা বাংলাদেশের মানুষ যেন সাইবার নিরাপত্তার আওতায় আসতে পারে। তিনি মনে করেন, “প্রযুক্তি ব্যবহারে সচেতনতা না থাকলে ডিজিটাল অগ্রগতি হুমকির মুখে পড়বে।”

তাই তিনি ও তার টিম দেশের বিভিন্ন স্কুল-কলেজে গিয়ে সাইবার নিরাপত্তা ও সোশ্যাল মিডিয়ার সঠিক ব্যবহার নিয়ে ফ্রি সেমিনার আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছেন।

তিনি বলেন, “আমি চাই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন ইন্টারনেট ব্যবহার করতে গিয়ে হয়রানির শিকার না হয়, বরং তারা যেন সচেতনভাবে প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে পারে। এজন্য আমরা বিনামূল্যে সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি।”

সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রতি মাসে হাজার হাজার মানুষ ফেসবুক হ্যাকিং, ফিশিং, ইম্পার্সনেশন, এবং ব্ল্যাকমেইলের মতো সাইবার অপরাধের শিকার হচ্ছেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসব থেকে বাঁচতে হলে সাধারণ মানুষকে সাইবার

নিরাপত্তা সম্পর্কিত জ্ঞান দিতে হবে। আছিম- এ বিষয়ে বলেন, “অনেকেই জানেন না, কীভাবে একটি ম্যালওয়্যার, একটি লিংক, বা একটি হ্যাকিং অ্যাপস আপনার জীবন দুর্বিষহ করে তুলতে পারে। আমরা এই অজ্ঞানতাকেই দূর করতে চাই।”

দেশের জন্য কিছু করার তীব্র ইচ্ছাশক্তি ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে “আছিম হোসেন লিয়ন” আজ দেশের তরুণ সমাজের জন্য একটি দৃষ্টান্ত। তার নিরলস পরিশ্রম, একাগ্রতা এবং দেশপ্রেম ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখবে-এমনটাই প্রত্যাশা সংশ্লিষ্ট সকলের।

গাংনী হাসপাতালের তদন্ত প্রতিবেদন জমা হবে আজ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের রোগীদের পরীক্ষা-নিরিক্ষার জন্য বিভিন্ন ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে পাঠানোর অভিযোগে একটি গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় তদন্ত কমিটি গঠণ করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

সে প্রতিবেদন আজ শনিবার জমা দেওয়া হবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে। গত ২৯ জুন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সুপ্রভা রাণী মেহেরপুর সিভিল সার্জনের নির্দেশে এ কমিটি কমিটি গঠণ করেন।

হাসপাতালের জুনিয়র কনসালটেন্ট (শিশু) হাবিবুর রহমানকে সভাপতি করে ৩ সদস্যর কমিটি গঠণ করা হয়েছে। কমিটির বাকি সদস্যরা হলেন- জুনিয়র কনসালটেন্ট খোকন রেজা ও মেডিকেল অফিসার তাসমেরি খাইরুন নাহার। কমিটিকে চার কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

তদন্ত কমিটির সভাপতি হাবিবুর রহমান মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, তদন্ত শেষ হয়েছে। আগামীকাল (আজ) শনিবার প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অধিকাংশ যন্ত্রপাতি বছরের পর বছর অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুষ্ঠু তদারকির অভাবে সরকারের বিনিয়োগের অপচয় হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষ সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অভিযোগ রয়েছে, রোগীদের প্রায় ৯৮ ভাগ পরীক্ষায় এখানে না করে চিকিৎসকের পছন্দের বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পাঠানো হয়। এসব কেন্দ্র থেকে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকেরা ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত কমিশন পান বলে অভিযোগ উঠেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. মাসুদুর রহমান, মেডিকেল অফিসার ডা. ফারুক হোসেনসহ কয়েকজন চিকিৎসক নিয়মিত রোগীদের নিজেদের পছন্দের বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পাঠান।

এমনকি একজন চিকিৎসকের দাবি, কিছু চিকিৎসক এমন সব পরীক্ষা লিখে দেন যেগুলোর প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র কমিশনের জন্য।ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্ট কিনুন সরেজমিনে দেখা গেছে, ডা. ফারুক হোসেন নিয়মিত রোগীদের ‘মোল্লা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে’ পাঠাচ্ছেন।

ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কর্মীরা হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে রোগীদের সেখানে নেওয়ার কাজ করছেন। জানা যায়, ডা. ফারুক হোসেন অবসরে গিয়ে ওই প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত চেম্বার করেন।